বিমুখাবান্ধবাযান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি ॥ ত-স্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুযাৎ শনৈঃ। ধর্ম্মেণ হি সহাযেন তমস্তরতি দুস্তরং ॥ এষআদেশএষউপদেশএতদনুশাসনং এব-মুপাসিতব্যমেবমুপাসিতব্যং ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ।

ইতি দ্বিতীযখণ্ডে ষোড়শোধ্যাযঃ।

ত্যক্ত্বা 'বিমুখাঃ' পরাঙ্মুখাঃ সন্তঃ 'বান্ধবাঃ' 'যান্তি' গৃহান্ প্রতিগচ্ছন্তি। 'ধর্ম্মঃ' 'তু' 'তং' 'অনু' অন্বেষ্য 'গচ্ছতি'॥ 'তস্মাৎ' আত্মনঃ 'সহায়ার্থং' 'ধর্ম্মং' 'নিত্যং' 'শনৈঃ' 'সংচিনুযাৎ'। 'হি' অবধারণে 'ধর্ম্মেণ' এব 'সহাযেন' 'দুস্তরং' 'তমঃ' সংসার-রূপমজ্ঞানং 'তরতি' অতিক্রামতি। অতিক্রম্য চ তম-স্তমমমৃতমশোকমনাদ্যনন্তং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপং পর-মানন্দং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ॥ 'এষঃ' 'আদেশঃ' কর্ত্ত-ব্যবিধিঃ 'এষউপদেশঃ মনুযোক্তাঃ 'এতৎ' 'অনু-শাসনং' প্রমাণবচনং। 'এবং' যথোক্তং 'উপাসি-তব্যং' 'এবং উপাসিতব্যং' পুনর্ব্বচনং সমাপ্ত্যর্থং॥

ইতি দ্বিতীযখণ্ডে ষোড়শোধ্যাযঃ।

দ্বিতীযখণ্ডং সমাপ্তং।

• সমাপ্তশ্চাযং ব্রাহ্মধর্ম্মঃ॥

ধর্ম্মবীজং

১ ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীৎ নান্যৎ কিঞ্চ-নাসীৎ । তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ ।

২ তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবমানন্দং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্ববিৎ বিচিত্রশক্তিমচ্চেতি ।

৩ একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈ-হিকঞ্চ শুভম্ভবতি ।

৪ তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব ।

ব্রাহ্মপ্রতিজ্ঞা

ওঁ অদ্য অমুকশকে অমুক-মাসি অমুকদিবসে ব্রাহ্মধর্ম্মং গৃহ্ণামি।

১ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলযকর্ত্তরি মুক্তিকারণে সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বব্যাপিনি পূর্ণানন্দমঙ্গলে নিরবযবএক-মাত্রাদ্বিতীযে পরব্রহ্মণি প্রীত্যা তৎপ্রিয-কার্য্যসাধনেন চ তদুপাস্‌স্যামি।

২ সর্ব্বস্রষ্টৃপরব্রহ্মেতি সৃষ্টং কিঞ্চিন্নারাধযি-ষ্যামি।

৩ অরুগ্নোঽবিপন্নশ্চেৎ প্রতিদিনং যদা চিত্তৈ-কাগ্রতা তদা শ্রদ্ধযা প্রীত্যা চ পরব্রহ্মণি মনঃ সমাধাস্যামি।

৪ সদনুষ্ঠানায চ যতিষ্যে।

৫ দুষ্কৃতিভ্যোনিবৃত্ত্যৈ যত্নবান্ ভবিষ্যামি।

৬ যদি মোহাৎ কুকর্ম্ম কিঞ্চিৎ কৃতং স্যাৎ তদৈকান্ততস্তস্মান্মুক্তিমন্বিচ্ছন্ ন প্রমদি-ষ্যামি।

ব্রাহ্মপ্রতিজ্ঞা

৭ বর্ষে বর্ষে মদীযে চ অবৎসাংসারিক-
শুভকর্ম্মণি ব্রাহ্মসমাজায দাস্যামি।

হে পরমাত্মন্ মাংপ্রতি এতৎ-
পরমধর্ম্মপ্রতিপালনসামর্থ্যমর্পয।

ওঁ একমেবাদ্বিতীযং

প্রতিজ্ঞাস্মরণার্থশ্লোকাঃ

যদস্য জগতোজন্মস্থিতিভঙ্গাদিকারণং ।
অমৃতস্য চ যন্মূলমেকং ব্রহ্ম সনাতনং ॥
প্রীত্যা পরমযা তস্য প্রিযকার্য্যনিষেবযা ।
উপাস্যং তন্মযা নান্যৎ সৃষ্টং কিঞ্চন তদ্ধিযা ।
যদা কদা প্রতিদিনং নাপন্নশ্চেন্ন রোগবান্ ।
শ্রদ্ধাপ্রীতিযুতং চিত্তং সমাধাস্যে তদেশ্বরে ॥
সদনুষ্ঠাননিরতোবিরতশ্চ তথাঽসতঃ ।
সর্ব্বদাহং ভবিষ্যামি প্রীণনায পরাত্মনঃ ॥
অজ্ঞানাদ্যদি বা মোহাৎ কুর্য্যাঙ্কর্ম্ম বিগর্হিতং ।
তস্মাদ্বিমুক্তিমন্বিচ্ছন্ নাচরিষ্যামি তৎ পুনঃ ॥
প্রতিবর্ষে তথা চৈব মদ্গৃহে শুভকর্ম্মণি ।
দেযং ব্রাহ্মসমাজায প্রতিজ্ঞাতমিদং মযা ॥

অথ সংক্ষেপব্রহ্মোপাসনাপ্রকরণং।

ওঁযোদেবোঽগ্নৌ যোপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। যওষধীষু যোবনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

ওঁসত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।
শান্তং শিবমদ্বৈতং॥

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী। ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

উক্তশ্রুতিনিষ্পন্নার্থঃ

যঃ পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপী সর্ব্বাবয়বহীনঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতোবিশুদ্ধঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বান্তর্যামী পরাৎপরোনিত্যঃ স্বপ্রকাশঃ সসর্ব্বাভ্যঃ প্রজাভ্যোযথোচিতং সুখাসুখং চিরং বিহিতবান্ । তস্মাৎ পরমেশ্বরাৎ প্রাণমনঃসর্ব্বেন্দ্রিয়াণি আকাশবায়ুজ্যোতিঃপয়ঃপৃথিবীভূতানি চ চরাচরাণি সমুৎপদ্যন্তে । তস্য প্রশাসনাৎ অগ্নির্জ্বলতি সূর্য্যস্তপতি মেঘোবর্ষতি বায়ুর্ব্বহতি মৃত্যুঃ সঞ্চরতি যথোপযুক্তং ।

স্তোত্রং

ওঁনমস্তে সতে তে জগৎকারণায়
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায় ।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমোব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায় ।।
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশং ।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকংপরংনিশ্চলংনির্ব্বিকল্পং ।।
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃপ্রাণিনাংপাবনংপাবনানাং ।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং ।।
বয়ন্ত্বাং স্মরামোবয়ন্ত্বাম্ভজামো-
বয়ন্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ।।

প্রার্থনা।

অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্ম এধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

গায়ত্রী

ওঁভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

'ওঁ' ইতি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা 'তৎসবিতুঃ' তস্য সবিতুঃ জগৎপ্রসবিতুঃ প্রেরকস্য সর্ব্বকামানাং অন্তর্যামিনোবিজ্ঞানানন্দস্বভাবস্য ব্রহ্মণঃ 'দেবস্য' দ্যোতনাত্মকস্য পরমেশ্বরস্য 'বরেণ্যং' বরণীয়ং 'ভর্গঃ' ভর্গং তেজঃ-জ্ঞানং শক্তিঞ্চ 'ধীমহি' ধ্যায়েম বয়ং। 'ধিয়ঃ' বুদ্ধিবৃত্তীঃ 'যঃ' 'সবিতা' 'নঃ' অস্মাকং 'প্রচোদয়াৎ' প্রেরয়তি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানায়। কীদৃশোভর্গঃ 'ভূর্ভুবঃস্বঃ' ভূর্ভুবঃস্বরাদিসকললোকপ্রকাশকঃ॥

পাঠ্যশ্রুতিঃ

ওঁ ব্রহ্মবাদিনোবদন্তি। যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম। আনন্দাদ্ধ্যেবখল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন। রসোবৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী-

পাঠ্যশ্রুতিঃ

ভবতি। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষআকাশআনন্দোন স্যাৎ। এষহ্যেবানন্দযাতি। যদাহ্যেবৈষএতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলযনেঽভযং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভযং গতোভবতি। যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

ওঁ যএকোবর্ণোবহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থোদধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ সনোবুদ্ধ্যা শুভযা সংযুনক্তু।

ইতি সংক্ষেপব্রহ্মোপাসনাপ্রকরণং

প্রাতঃস্মর্ত্তব্যং

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব মঙ্গল্য বিষ্ণোভবদাজ্ঞয়ৈব। হিতায় লোকস্য তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

ওঁতৎসৎ

ব্রাহ্মধর্ম্ম

তত্ত্ববোধিনী মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত।
৫ অগ্রহায়ণ ১৭৭০ শক।

প্রথমখণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্মবাদিরা বলেন।

যাঁহা হইতে এই জীব সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে, এবং অন্তকালে যাঁহাকে প্রাপ্ত হয় ও যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া স্থিতি করে, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম।

আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই জীব সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক জীবিত রহে, এবং অন্তকালে আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া স্থিতি করে।

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপকে যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হয়েন না।

সেই পরমাত্মা রস স্বরূপ তৃপ্তিহেতু। সেই রস স্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন।

কে বা শরীর চেষ্টা করিত, কে বা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন। ইনি লোক সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন।

যৎকালে সাধক এই ইন্দ্রিয়াতীত, নিরবয়ব, অনির্ব্বচনীয়, নিরাধার, পরব্রহ্মে নির্ভয়ে স্থিতি করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হয়েন।

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপকে যিনি জানিয়াছেন তিনি আর কদাপি ভয় প্রাপ্ত হয়েন না।

ইনি এই জীবের পরম গতি, ইনি এই

জীবের পরম সম্পদ্, ইনি ইহার পরম লোক, ইনি ইহার পরম আনন্দ। সেই পূর্ণানন্দ স্বরূপের কলামাত্র আনন্দকে অন্য অন্য সমুদায় জীব উপভোগ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এই জগৎ উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে, হে প্রিয় শিষ্য! কেবল এক মাত্র অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই ছিলেন। তিনি জন্মবিহীন,মহা-ত্মা; তিনি অক্ষর,অমর,নিত্য ও অভয়।

তিনি বিশ্ব সৃজনের বিষয় আলোচনা করিলেন, আলোচনা করিয়া তিনি এই সমু-দায় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন।

এই পুরুষ হইতে প্রাণ,মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ বায়ু, জ্যোতি, জল, ও ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুর আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়।

ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইঁহার ভয়ে মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চা-লিত হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করি-তেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান লাভার্থে আ-চার্য্য সন্নিধানে শিষ্য গমন করিবেন। সেই জ্ঞানাপন্ন আচার্য্য উপস্থিত শিষ্যকে সম্যক্ শান্ত শমান্বিত চিত্ত দেখিয়া যে বিদ্যা দ্বারা অবিনাশী সত্য স্বরূপ পুরুষকে জানা যায়, তাহার উপদেশ করিবেন।

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যো-তিষ, এই সমুদায় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যদ্দ্বারা অবিনাশী পরব্রহ্মের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়, কর্ম্মেন্দ্রি-য়ের অতীত, জন্মরহিত, রূপ রহিত, চক্ষুঃ শ্রোত্র বিহীন; সেই হস্ত পদ শূন্য, জন্ম মৃত্যু বর্জ্জিত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, অতি সূক্ষ্ম স্বভাব, হ্রাস রহিত, সর্ব্ব ভূতের

কারণ স্বরূপ পরব্রহ্মকে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টি করেন।

হে গার্গি*! ব্রাহ্মণেরা যাঁহাকে অভিবাদন করেন, তিনি এই অবিনাশী ব্রহ্ম। তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন; তিনি অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতম, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষুঃ, অকর্ণ, অবাক্; তিনি মন বিহীন, তেজ বিহীন, প্রাণ বিহীন, মুখ বিহীন; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

এই অবিনাশী পরমেশ্বরের শাসনে, হে গার্গি! সূর্য্য চন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

এই অবিনাশী পরমেশ্বরের শাসনে হে গার্গি! দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

---

*গার্গী নামক ব্রহ্মজিজ্ঞাসু এক স্ত্রী, তাঁহার আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্টা হইতেছেন।

এই অবিনাশী পরমেশ্বরের শাসনে হে গার্গি! নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর, সমুদায় বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

এই অবিনাশী পরমেশ্বরের শাসনে হে গার্গি! অনেকানেক পূর্ব্ব বাহিনী পশ্চিম বাহিনী নদী শ্বেত পর্ব্বত সকল হইতে নিঃসৃত হইতেছে।

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়া যদিও বহুসহস্র বৎসর এই লোকে হোম যাগ তপস্যা করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না।

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়া ইহ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি কৃপা পাত্র অতি দীন। আর যিনি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে জানিয়া ইহ লোক হইতে অবসৃত হয়েন তিনি ব্রাহ্মণ।

হে গার্গি! এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে কেহ দর্শন করে নাই কিন্তু তিনি সকলই

দর্শন করেন, কেহ তাঁহাকে শ্রুতি গোচর করে নাই কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন, কেহ তাঁহাকে মনন করিতে সমর্থ হয় নাই কিন্তু তিনি সকলকেই মনন করেন, কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই কিন্তু তিনি সকলই জানেন। হে গার্গি! আকাশ, এই অবিনাশী পরমেশ্বরেতে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদয় হইতেছে, ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে, এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

এই প্রাণ স্বরূপ পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান প্রযুক্ত তাঁহা হইতে নিঃসৃত এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যথা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহাভয়ানক হয়েন। যাঁহারা এই পরমেশ্বরকে জানেন তাঁহারা অমর হয়েন।

চতুর্থ অধ্যায়

যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু হয়েন।

তিনি চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন এবং মনেরও গম্য নহেন, আমরা তাঁহার স্বরূপ জানি না এবং সুতরাং ইহাও জানি না যে কি প্রকারে তাঁহার উপদেশ দিতে হয়। তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন হয়েন। যে সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্য আমারদিগকে ব্রহ্মবিষয় ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন,তাঁহারদিগের সন্নিধানে এই প্রকার শুনিয়াছি।

যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে যে কিছু পরিমিত

পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন; লোকে মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

যদি এমন মনে কর, যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জানিয়াছি, তবে নিশ্চয় তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ অতি অল্পই জানিয়াছ।

আমি ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জানিয়াছি, এমত মনে করি না। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে। "আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে" এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি আমারদিগের মধ্যে বুঝিয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম স্বরূপ জানেন।

যাহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে আমি ব্রহ্ম স্বরূপকে জানি নাই, তাহারই ব্রহ্মকে জানা

হইয়াছে ; আর যাহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে ব্রহ্ম স্বরূপ জানিয়াছি, তাঁহার ব্রহ্মকে জানা হয় নাই। উত্তম জ্ঞানবান্ ব্যক্তির বিশ্বাস এই, যে আমি ব্রহ্ম স্বরূপ জানি নাই ; যে ব্যক্তি তাদৃশ জ্ঞানবান্ নহে, তাহার এই বিশ্বাস, যে আমি ব্রহ্ম স্বরূপ জানিয়াছি।

ইহ লোকে পরমেশ্বরকে জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, না জানিতে পারিলে মহান্ অনর্থের কারণ হয় ; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তুতে এক মাত্র পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়া অমর হয়েন।

পঞ্চম অধ্যায়

এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ, সমুদয়ই পরমেশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্য রহিয়াছে। পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবে; কাহারও ধনে লোভ করিবে না।

পরব্রহ্ম একমাত্র। তিনি অচল, অথচ মন হইতেও বেগবান্ হয়েন; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল সেই অগ্রগামী পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন নাই। তিনি স্থির থাকিয়াও ঐ দ্রুতগামী মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন; তাঁহার অধিষ্ঠানেতে বায়ু প্রাণিদিগের দেহ চেষ্টা সকল বিধান করিতেছে।

তিনি চলেন, তিনি চলেন না; তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন;

তিনি সর্ব্ব বস্তুর অন্তরে আছেন, তিনি এই সর্ব্ব বস্তুর বাহিরেও আছেন।

যিনি পরমাত্মাতেই সকল বস্তুর অবস্থিতি দেখেন এবং সকল বস্তুতেই পরমাত্মার সত্তা উপলব্ধি করেন, তিনি আর কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

সেই পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ক্ষত রহিত, পাপশূন্য পরিশুদ্ধ স্বভাব হয়েন। তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং স্বপ্রকাশ স্বরূপ হয়েন; তিনি সর্ব্বকালে প্রজা সকলকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

পরমাত্মা সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত স্বরূপ হয়েন। যিনি তাঁহাকে আপনার শরীরের পরমাকাশে বুদ্ধিস্থ করিয়া জানেন, তিনি সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত সমুদয় কামনা উপভোগ করেন।

যিনি সামান্য রূপে ও বিশেষ রূপে সর্ব্ব বস্তু জানিতেছেন, ভূলোকে ও দ্যুলোকে যাঁহার এই মহিমা, যিনি অমৃত স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা তাঁহাকে জ্ঞান দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে দৃষ্টি করেন।

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা মনোরূপ উজ্জ্বল কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব, জ্যো-

তির জ্যোতি শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন।

সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না এবং চন্দ্র তারাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; এই বিদ্যুৎ সকলও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তবে এই অগ্নি তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে। সমস্ত জগৎ সেই দীপ্যমান পরমেশ্বরেরই প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে; এই সমুদায় তাঁহার প্রকা.শ-তেই প্রকাশিত হইতেছে।

ইনি সকলের প্রাণ স্বরূপ, যিনি এই সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন; জ্ঞানী ব্যক্তি ইঁহাকে জানিলে আর ইঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না; ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, ইনি পর-মাত্মাতে রমণ করেন, এবং সৎ কর্ম্মশীল হয়েন। ইনিই ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তিনি মহৎ প্রকাশবান্ ও অচিন্ত্য স্বরূপ

এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম হয়েন। তিনি দূর হইতেও বহু দূরে আছেন এবং এই নিকটেও তিনি বর্ত্তমান আছেন; তিনি এখানেই যাবৎ সচেতন জীবদিগের বুদ্ধিতে স্থিতি করিতেছেন।

তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যেরও গ্রাহ্য নহেন, এবং অপরাপর ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা বা যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; জ্ঞান শুদ্ধি দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়, তিনিই ধ্যানযুক্ত হইয়া নিরবয়ব পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন।

সপ্তম অধ্যায়।

সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার যিনি পরম দেবতা, সকল পতির যিনি পতি, সেই পরাৎপর প্রকাশবান্, ও স্তবনীয় ভুবনেশ্বরকে আমরা জ্ঞাত হই।

তাঁহার শরীর নাই ও ইন্দ্রিয় নাই, এবং কাহাকেও তাঁহার সমান বা কাহাকেও তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ দেখা যায় না। ইঁহার বিচিত্র ও মহতী শক্তি সর্ব্বত্র শ্রুত হয় এবং জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া ইঁহার স্বাভাবিকই হয়।

জগতে তাঁহার কেহ পতি নাই এবং নিয়ন্তাও নাই এবং তাঁহার কোন অবয়বও নাই। তিনি সকলের কারণ ও মনের অধিপতি; ইঁহার কেহ জনক নাই ও অধিপতিও নাই।

এই পরমেশ্বর বিশ্বকর্ম্মা ও মহাত্মা

হয়েন। ইনি সকল লোকের হৃদয়ে সর্ব্বদা সম্যক্ রূপে স্থিতি করিতেছেন। ইনি মনোগত সংশয় রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন; যাঁহারা এই পরমেশ্বরকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

তিনি দুর্জ্ঞেয়, তিনি সমস্ত বস্তুতে নিগূঢ় রূপে প্রবিষ্ট আছেন, তিনি বুদ্ধি মধ্যে ও অতি সঙ্কট স্থানে স্থিতি করেন, এবং নিত্য হয়েন; বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন।

তাঁহারা নিশ্চিত রূপে এই পুরাতন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরব্রহ্মকে জানেন, যাঁহারা ইহাঁকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং মনের মন বলিয়া জানেন।

পরমেশ্বরকে একই জানিবেক, ইনি উপমা রহিত এবং নিত্য। এই নির্ম্মল জন্ম বিহীন পরমাত্মা আকাশের অতীত, সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, এবং অবিনাশী।

যাঁহার নিয়মে অহোরাত্র দ্বারা সম্বৎ-

সর পরিবর্ত্ত হইয়া আসিতেছে, সেই জ্যোতির জ্যোতি, অমৃত, এবং সকলের আয়ুর কারণ পরব্রহ্মকে দেবতারা নিয়ত উপাসনা করেন।

সকলই তাঁহার বশে রহিয়াছে, তিনি সকলের নিয়ন্তা এবং সকলের অধিপতি। সাধু কর্ম্মে তাঁহার বৃদ্ধি হয় না এবং অসাধু কর্ম্মেও তাঁহার হ্রাস হয় না।

ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সমস্ত বস্তুর অধিপতি, ইনি সর্ব্বভূতের প্রতিপালক, ইনি লোক ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু স্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন।

ইঁহাতে দ্যুলোক পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং মন ও ইন্দ্রিয় সমুদায় আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জান এবং অন্য বাক্য সকল পরিত্যাগ কর; ইনি অমৃত লাভের সেতু স্বরূপ হইয়াছেন।

এই পরমাত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইনি সর্ব্বজ্ঞ। ইনি কোন কারণ হইতে

উৎপত্তি হয়েন নাই এবং আপনিও অন্য কোন বস্তু হয়েন নাই।

যিনি জ্যোতির্ম্ময়, যিনি অণু হইতেও সূক্ষ্মতর এবং যাঁহাতে লোক সকল ও লোকনিবাসী জীব সকল স্থাপিত রহিয়াছে, তিনি এই সত্য, তিনি অমৃত, তিনি চিত্ত দ্বারা বেধনীয় হয়েন। অতএব হে প্রিয় শিষ্য! তোমার চিত্ত দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ কর।

প্রণব ধনু স্বরূপ, জীবাত্মা শর স্বরূপ, এবং পরব্রহ্ম লক্ষ্য স্বরূপ; প্রমাদ শূন্য হইয়া সেই প্রণব ধনুর অবলম্বনেতে জীবাত্মা রূপ শর দ্বারা ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবেক। আর যেমন শর লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ হইয়া তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে আবৃত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার মধ্যে প্রবেশ হইয়া তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে আবৃত হইবেক।

কঙ্করশূন্য, তপ্ত বালুকা বর্জ্জিত, সমান ও শুচি দেশে; উত্তম জল, উত্তম শব্দ ও

আশ্রয়াদি দ্বারা মনোরম স্থানে, প্রতিবাদীর অনভিমুখে; ও সুমন্দ বায়ু সেবিত বিরল স্থানে স্থিতি করিয়া পরব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করিবেক।

বক্ষঃ গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নত দ্বারা সমভাবে শরীর স্থাপন করিয়া মনের সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমুদায়কে হৃদয়ে সন্নিবেশ পূর্ব্বক সংসারার্ণবের ভয়াবহ স্রোত সকলকে ব্রহ্মস্বরূপ ভেলকের দ্বারা উত্তীর্ণ হইবেক।

অষ্টম অধ্যায়

সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ, সর্ব্বত্রই তাঁহার বাহু, সর্ব্বত্রই তাঁহার পদ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি মনুষ্য দেহে বাহু সংযোগ করেন ও পক্ষি শরীরে পক্ষ সংযোগ করেন, অদ্বিতীয় পরমেশ্বর দ্যু-লোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন।

যত লোক আছে সর্ব্বত্র তাঁহার হস্ত পদ, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ চক্ষু মস্তক এবং সর্ব্বত্র তাঁহার শ্রোত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সমস্ত সংসারকে ব্যাপিয়া স্থিতি করি-তেছেন।

এই নানা শিরোমুখ গ্রীব বিশিষ্ট পর-মেশ্বর সর্ব্ব জীবের বুদ্ধিতে অবস্থিত আ-ছেন, সেই ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী সুতরাং সর্ব্ব-গত এবং তিনি মঙ্গল স্বরূপ হয়েন।

তাঁহার হস্ত নাই তথাপি তিনি গ্রহণ

করেন, তাঁহার পদ নাই তথাপি তিনি গমন করেন, তাঁহার চক্ষু নাই তথাপি তিনি দৃষ্টি করেন, এবং তাঁহার কর্ণ নাই তথাপি তিনি শ্রবণ করেন। তিনি যাবৎ বেদ্য বস্তু সমস্তই জানেন কিন্তু তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই; জ্ঞানিরা তাঁহাকে সকলের আদি ও পূর্ণ ও মহান্ করিয়া বলিয়াছেন।

যখন তাবৎ প্রাণি নিদ্রাতে অভিভূত থাকে তখন যিনি জাগ্রত থাকিয়া সকলের প্রয়োজনীয় নানা অর্থ নির্ম্মাণ করিতে থাকেন, তিনিই পরিশুদ্ধ তিনি ব্রহ্ম তিনিই অমৃত রূপে উক্ত হয়েন; তাঁহাতেই লোক সকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

পরমাত্মা সূক্ষ্মতম বস্তু হইতেও সূক্ষ্ম, এবং মহত্তম বস্তু হইতেও মহৎ। তিনি প্রাণিগণের হৃদয়ে বাস করেন। বিগত শোক ব্যক্তি সেই ভোগাভিলাষ বর্জ্জিত ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে তাঁহারই প্রসাদে দৃষ্টি করেন।

যিনি এক মাত্র, সকলের নিয়ন্তা, এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এবং যিনি এক রূপকে বহু প্রকার করেন, তাঁহাকে যে সকল জ্ঞানিরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহারদিগেরই নিত্য সুখ হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

যিনি তাবৎ অনিত্য বস্তুর মধ্যে কেবল এক মাত্র নিত্য ও তাবৎ সচেতনের কেবল এক মাত্র চেতন কর্ত্তা, একাকী যিনি সকলের কামনা পূর্ণ করিতেছেন, তাঁহাকে যে সকল জ্ঞানিরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন তাঁহারদিগেরই নিত্য শান্তি হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

যে সময়ে এখানে সমুদায় হৃদয় গ্রন্থি নষ্ট হয়, তখনই জীব অমর হয়েন ; এতাবন্মাত্র উপদেশ জানিবে।

নবম অধ্যায়

দুই সুন্দর পক্ষযুক্ত পক্ষী* এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা একত্র থাকেন এবং উভয় পরস্পরের সখা; তন্মধ্যে একটি† সুখেতে ফল ভোজন করেন, অন্য‡ নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন।

জীব শরীর মধ্যে নিমগ্ন রহিয়া এবং দীন ভাবে মুহ্যমান হইয়া সর্ব্বদাই শোক করিতে থাকে; কিন্তু যখন সর্ব্বসেব্য সংসারাতীত ঈশ্বর ও তাঁহার মহিমাকে দেখিতে পায়, তখন তাহার আর শোক থাকে না।

যৎকালে জ্ঞানাপন্ন সাধক স্বপ্রকাশক বিশ্বের কর্ত্তা ও নিয়ন্তা এবং কারণ স্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মকে দৃষ্টি করেন, তখন তিনি পাপ পুণ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্লিপ্ত হইয়া প-

---

* পরমাত্মা আর জীবাত্মা।

† জীবাত্মা।

‡ পরমাত্মা।

রম সাম্য প্রাপ্ত হয়েন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মহান্ ও সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে জানিয়া আর শোক করেন না।

যিনি সেই ছায়া রহিত, শরীর রহিত, লোহিতাদি গুণ রহিত, পরিশুদ্ধ, অবিনাশী পরমাত্মাকে জানেন; তিনি সেই ক্ষয় শূন্য পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

পরমেশ্বর চক্ষুর অগোচর, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং অব্যবহার্য্য হয়েন। তিনি কোন লক্ষণ দ্বারা গম্য নহেন, কোন শব্দ দ্বারা ব্যপদেশ্য নহেন, তিনি অচিন্ত্য। এক আত্ম প্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রতি প্রমাণ হইয়াছে। তিনি সমুদায় সংসার ধর্ম্মের অতীত; তিনি শান্ত, মঙ্গলস্বরূপ এবং অদ্বিতীয়।

সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর যে এই পরমাত্মা, ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর তাবৎ বস্তু হইতে প্রিয়।

যে ব্যক্তি পরমাত্মা অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় করিয়া বলে, তাহাকে যে ব্রহ্মোপাসক

বলেন, যে তোমার যে প্রিয়, সে বিনাশ পাইবে, তাঁহার এপ্রকার বলিবার অধিকার আছে; বাস্তবিকও তিনি যাহা বলেন তাহাই হয়।

পরমাত্মাকেই প্রিয় রূপে উপাসনা করিবেক। যিনি পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কখনও মরণশীল হয় না।

পরমাত্মার দর্শন, শ্রবণ,মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক।

সেই যে এই পরমাত্মা, ইনি সকল ভূতের অধিপতি এবং সর্ব্বভূতের রাজা।

যেমন রথচক্রের নাভিদেশ ও নেমিদেশে অর সমুদয় সমর্পিত থাকে, সেইরূপ এই পরমাত্মাতে সকল ভূত ও সকল দেবতা*, সকল লোক, সকল প্রাণ, এই সমুদায় জীব সমর্পিত হইয়া রহিয়াছে।

আমি নমস্কার পূর্ব্বক তোমারদিগের

---

*পৃথিবী অপেক্ষা অন্য অন্য শ্রেষ্ঠ লোকবাসী জীবদিগকে দেবতা শব্দে বলা যায়।

সৃজন কর্ত্তা চিরন্তন পরব্রহ্মের সমাধি করি। হে অনাদিমৎ পরমাত্মন্! তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, তোমা হইতে এই সমুদায় ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে।

এখানে থাকিয়াই আমরা তাঁহাকে জানিয়াছি; যদি আমরা তাঁহাকে না জানিতে পারিতাম, তবে মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। যাঁহারা এই পরব্রহ্মকে জানেন তাঁহারা অমর হয়েন, তদ্ভিন্ন আর সকলেই দুঃখ পায়।

যিনি কারণের কারণ তিনি রূপ হীন ও নিরাময়। যাঁহারা এই পরব্রহ্মকে জানেন তাঁহারা অমর হয়েন, তদ্ভিন্ন আর সকলেই দুঃখ পায়।

যিনি বিশ্বকার্য্যের কারণ মহান্ পরব্রহ্ম এবং যিনি সর্ব্বভূতের শরীরে গূঢ় রূপে স্থিতি করিতেছেন আর যিনি একাকী বিশ্ব সংসারকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, সেই ঈশ্বরকে জানিলে লোক সকল অমর হয়।

তাঁহার দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ প্রকাশ পায়,কিন্তু তিনি স্বয়ং সকল ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত। তিনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের আশ্রয় ও সকলের সুহৃৎ।

এই মহান্ পুরুষ সকলের প্রভু। এই পরিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ অবিনাশী ঈশ্বর সুনির্ম্মল শান্তির উদ্দেশে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়েন।

দশম অধ্যায়

যিনি ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য তিনি ব্রহ্ম। সকল দেবতারা ইঁহার পূজা আহরণ করিতেছেন।

জগতের মধ্যস্থিত পূজনীয় পরমাত্মাকে সমুদায় দেবতারা নিয়ত উপাসনা করিতেছেন।

ওঙ্কার প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর এবং নির্ব্বিঘ্নে তোমরা অজ্ঞান তিমির হইতে উত্তীর্ণ হও। জ্ঞানী ব্যক্তি ওঙ্কার সাধনা দ্বারা সেই শান্ত,অজর, অমর, অভয় নিরতিশয় ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন।

সেই জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমারদিগকে বুদ্ধি বৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই

আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। তিনি আমা কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন।

তোমারদের মৃত্যু পীড়া না হউক, এপ্রযুক্ত সেই বেদ্য পুরুষকে জান।

যে প্রকাশবান্ পুরুষ অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্ব সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন; যিনি ওষধিতে যিনি বনস্পতিতে স্থিতি করিতেছেন; সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

একাদশ অধ্যায়

যাঁহাতে শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই; যাঁহার কোন ক্ষয় নাই; যিনি অনাদি, অনন্ত, ও সকল প্রকার মহৎ পদার্থ হইতে মহৎ এবং নিত্য ও নির্ব্বিকার; তাঁহাকে জানিয়া জীব মৃত্যু মুখ হইতে প্রমুক্ত হয়।

এই পরমাত্মা সর্ব্বভূতেতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, এ প্রযুক্ত তিনি প্রকাশ পায়েন না। সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা এক নিষ্ঠ সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দৃষ্টি করেন।

অনেক উত্তম বচন দ্বারা, বা মেধা দ্বারা অথবা বহুশ্রবণ দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না; যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে পায়; পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।

হে জীব সকল! উত্থান কর, অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও, এবং উৎকৃষ্ট আচার্য্যের

নিকট যাইয়া জ্ঞান লাভ কর। পণ্ডিতেরা জ্ঞান পথকে শানিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া বলিয়াছেন।

সেই যে এই ব্রহ্ম, ইহাঁর আর কোন পূর্ব্ব কারণ নাই, ইনি অমৃত ও অভয়। শান্তচিত্ত হইয়া ইহাঁর উপাসনা করিবেক।

দ্বাদশ অধ্যায়

অদ্বিতীয় পরমাত্মা বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ রহিয়া আপনার স্বপ্রকাশ মহিমাতে স্থিতি করিতেছেন। সেই পূর্ণ স্বরূপ পরব্রহ্ম দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে।

হে প্রিয়! যেমন পক্ষি সকল তাহারদিগের বাস স্থান বৃক্ষেতে স্থিতি করে, তদ্রূপ সমুদায় পদার্থ পরমাত্মাতে স্থিতি করিতেছে।

এক যে পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্বভূতেতে প্রচ্ছন্ন ভাবে স্থিতি করিতেছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সকলের অন্তর্যামী। তিনি তাবৎ কার্য্যের অধ্যক্ষ, তিনি সর্ব্ব ভূতের আশ্রয়, তিনি সকলের সাক্ষী, জ্ঞান স্বরূপ, ও সঙ্গ রহিত এবং সৃষ্ট পদার্থের যে সমস্ত গুণ আছে, তাহার কিছুই তাঁহাতে নাই।

সূর্য্য যেমন ঊর্দ্ধ, অধ, তির্য্যক্, সমুদায় দিক্ প্রকাশ করিয়া প্রকাশ পায়েন, অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্যবান্ বিশ্ব প্রকাশক জগৎ কারণ বরণীয় পরমেশ্বর সেই রূপ প্রকাশ পাইতেছেন। একাকী তিনি সর্ব্বভূতে তাহারদিগের স্বীয় ভাব সকল নিয়োজন করিতেছেন।

কি ঊর্দ্ধদেশে, কি তির্য্যক্, কি মধ্যদেশে, কোথাও তাঁহাকে কেহ গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদ্যশ।

তাঁহার স্বরূপ চক্ষুর গোচর নহে, সুতরাং কেহ তাঁহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না। তিনি মনোগত সংশয় রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন; যাঁহারা ইঁহাকে এই প্রকারে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

শুনিবার উপায় অভাবে অনেকে যে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় না, অনেকে শ্রবণ করিয়াও যাঁহাকে জানিতে পারে না, তাঁহার

জ্ঞান উপদেশ করিতে পারে এমত বক্তা অতি দুর্ল্লভ, ও অত্যন্ত নিপুণ যে ব্যক্তি সেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। নিপুণ রূপে অনুশিষ্ট হইয়াছে, এমত জ্ঞাতাও দুর্ল্লভ।

অল্প বুদ্ধি লোক সকল বহির্ব্বিষয়েতেই আসক্ত হইয়া বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়; এই হেতু ধীর ব্যক্তি সকল নিত্য অমৃতত্বকে জানিয়া সংসারের তাবৎ অনিত্য পদার্থের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না।

যাহার দ্বারা আমি অমর না হই, তাহাতে আমি কি করিব। হে জ্যোতির্ম্ময়! অসৎ কর্ম্ম হইতে আমাকে সৎ কর্ম্মে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও এবং মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃততে লইয়া যাও; আমার নিকট প্রকাশিত হও, হে রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় হয় না। সত্য কথন দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা এই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋষি সকল এই সমস্ত অনুষ্ঠান দ্বারা তৃপ্ত চিত্ত হইয়া সত্যের পরম আশ্রয় স্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

প্রকাশবান্, নিরবয়ব, পূর্ণ স্বরূপ, সকলের বাহিরেও আছেন এবং সকলের অন্তরেও আছেন এবং জন্ম রহিত, তাঁহার প্রাণও নাই এবং মনও নাই; যত্নশীল নিষ্পাপ জ্ঞানি সকল যাঁহাকে দৃষ্টি করেন।

যিনি দেবতাদিগের অধিপতি, যাঁহাতে লোক সকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, যিনি এই দ্বিপদ ও চতুষ্পদ তাবৎ জন্তুদিগকে শাসনে রাখেন, তিনি এই জন্মরহিত মহান্ আত্মা।

এই পরমাত্মাকে কেহ দর্শন করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন; কেহ তাঁহাকে শ্রুতি গোচর করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন; কেহ তাঁহাকে মনন করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই মনন করেন; কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই জানেন।

ইহা নহে, ইহা নহে, এই প্রকার সেই এই পরমাত্মার নির্দ্দেশ; তিনি ইন্দ্রিয় ও মনের গ্রাহ্য নহেন, সুতরাং কেহ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না।

সেই এই পরমাত্মা সকলের নিয়ন্তা ও সকলের অধিপতি; তিনি এই জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সমুদায়েরই শাসন করেন।

শরীরের পরম উৎকৃষ্ট স্থানে বুদ্ধি মধ্যে দুই জন* প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; তন্মধ্যে এক জন† স্বকৃত কর্ম্ম ফল ভোগ করেন, আর

* পরমাত্মা আর জীবাত্মা।

† জীবাত্মা।

এক জন* সেই ফল প্রদান করেন। ব্রহ্ম-বিৎ ব্যক্তি সকল তাঁহারদিগকে ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পর ভিন্ন করিয়া বলেন, আর পঞ্চাগ্নি ও ত্রিণাচিকেত কর্ম্মিরাও এই প্রকার কহিয়া থাকেন।

* পরমাত্মা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

যিনি মহান্, তিনি সুখস্বরূপ; ক্ষুদ্রপদার্থে সুখ নাই। মহান্ পদার্থই সুখস্বরূপ; অতএব তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক।

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন? আচার্য্য উত্তর করিলেন, তিনি আপনার মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন।

তিনি অধোতে, তিনি উর্দ্ধেতে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে। তিনি ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা; তিনি অদ্য আছেন, পরেও থাকিবেন।

যিনি এক এবং বর্ণহীন এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্ত মধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর। তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

তিনি সংসার কাল এবং সাকার বস্তু সমুদায় হইতে শ্রেষ্ঠ এবং সুতরাং ভিন্ন, যাঁহা কর্ত্তৃক এই প্রপঞ্চ সংসার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তিনি ধর্ম্মের আকর, পাপের শাস্তা, ঐশ্বর্য্যের স্বামী; সেই সকলের আ-ত্মস্থ, অমৃত, বিশ্বের আশ্রয়কে—সেই মঙ্গল স্বরূপ বিশ্বের এক মাত্র পরিবেষ্টিতাকে জা-নিয়া জীব অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়।

তিনি বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা, সকল আ-ত্মার কারণ এবং প্রজ্ঞাবান্, কালের কর্ত্তা, গুণবান্ ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি জড় কি জীব তাবতের প্রতিপালক, সর্ব্ব গুণের মহেশ্বর, এবং সংসারের স্থিতি বন্ধ ও মোক্ষের হেতু।

তিনি চৈতন্যময়, মরণধর্ম্মরহিত, এবং সর্ব্বস্বামী রূপে সম্যক্ স্থিতি করিতেছেন; তিনি প্রজ্ঞাবান্, সর্ব্বত্রগামী এবং এই জগ-তের প্রতিপালক। যিনি এই জগৎকে নিত্য নিয়মে রাখিয়াছেন, তদ্ব্যতীত বিশ্ব শাস-নের আর অন্য হেতু নাই। আমি মুমুক্ষু

হইয়া সেই আত্মবুদ্ধি প্রকাশক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই।

সেই এই ব্রহ্মের নাম সত্য। তিনি নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয় ও শান্ত; তিনি অনিন্দনীয়, নির্লিপ্ত ও মুক্তির পরম সেতু; এবং দগ্ধদারু নিঃসৃত অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান।

তিনি এই লোক ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু স্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন, এই সেতু স্বরূপ পরব্রহ্ম অহোরাত্রের পরিচ্ছেদ্য নহেন এবং জরা মৃত্যু শোকও তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে না।

যে পরমাত্মা পাপশূন্য এবং অজর অমর অশোক ও ক্ষুৎপিপাসা বর্জ্জিত, এবং সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে এবং তাঁহাকেই বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে; যিনি পরমাত্মাকে অন্বেষণ করিয়া জানিতে পারেন, তাঁহার সকল লোক প্রাপ্তি হয় এবং সকল কামনা সিদ্ধ হয়।

ব্রহ্মের নাম আকাশ; তিনি নাম রূপের

নির্ব্বাহ কর্ত্তা, এবং সেই নামরূপ যাঁহা হইতে ভিন্ন, তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত।

তিনি বাক্য দ্বারা কি মনের দ্বারা কি চক্ষু দ্বারা কাহারও কর্ত্তৃক কদাপি প্রাপ্ত হয়েন না। যে ব্যক্তি বলে যে তিনি আ· ছেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তির দ্বারা তিনি কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন।

যিনি যখন প্রকাশবান্ ভুত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ দেখেন, তিনি তখন আর আপনাকে তাঁহা হইতে গোপন রাখিতে ইচ্ছা করেন না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই এবং কর্ম্ম ফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান মাত্র দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়; ধীর ব্যক্তি সম্যক্ বিবেচনা করিয়া এই দুইকে পৃথক্ করেন। ইহার মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তাঁহার মঙ্গল হয়; আর যিনি প্রেয়কে গ্রহণ করেন, তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন।

মনুষ্য যেমন কর্ম্ম করেন আর যেমন আচরণ করেন, তাঁহার সেইরূপ গতি হয়; যিনি সাধু কর্ম্ম করেন তিনি সাধু হয়েন, আর যিনি পাপ কর্ম্ম করেন তিনি পাপী হয়েন;

পুণ্য কর্ম্ম ফলে আত্মা পবিত্র হয় আর পাপ কর্ম্ম ফলে আত্মা পাপময় হয়।

যে ব্যক্তি অবিবেকী ও যাহার মন অবশীভূত, তাহার ইন্দ্রিয় সকল সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় বশে থাকে না।

যিনি জ্ঞানবান্ এবং স্ববশচিত্ত, তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল সারথির বশীভূত অশ্বের ন্যায় বশে থাকে।

যিনি অজ্ঞ ও অবশচিত্ত এবং সর্ব্বদা অ-শুচি, তিনি সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন না, কিন্তু সংসার গতিকেই প্রাপ্ত হয়েন।

যিনি জ্ঞানবান্, স্ববশ ও সর্ব্বদা শুদ্ধচিত্ত, তিনি সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন, যে পদ প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার আর জন্ম হয় না।

বিজ্ঞান যাঁহার সারথি ও মন রূপ রজ্জু যাঁহার বশীভূত, তিনি সংসার পার সর্ব্ব-ব্যাপি পরব্রহ্মের পরম স্থান প্রাপ্ত হয়েন।

দুর্ব্বুদ্ধি অজ্ঞানি ব্যক্তিরা সেই সমুদায় লোক প্রাপ্ত হয়, যে সকল লোক আনন্দশূন্য এবং নিবিড় অন্ধকারে আবৃত।

ষোড়শ অধ্যায়

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি শান্ত দান্ত নিষ্পাপ ও সহিষ্ণু ও একাগ্রচিত্ত হইয়া আপনাতেই পরমাত্মাকে দৃষ্টি করেন।

পাপ ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইনি সমুদয় পাপকে অতিক্রম করেন; পাপ ইঁহাকে সন্তাপ দিতে পারে না, ইনি সমুদয় পাপের সন্তাপক হয়েন। তিনি নিষ্পাপ, নির্ম্মল-চিত্ত ও পরব্রহ্মের সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া ব্রহ্মোপাসক হয়েন।

তিনি আনন্দনীয় পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন; তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, তিনি পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, এবং হৃদয়গ্রন্থি সমুদয় হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন।

সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, শুভ কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না।

সত্যকথা কহ ; যেব্যক্তি মিথ্যা কহে, সে সমূলে শুষ্ক হয়।

ধর্ম্মাচরণ কর ; ধর্ম্মের পর আর নাই, ধর্ম্ম সকলেরই পক্ষে মধু স্বরূপ।

শ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক, অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক না।

মাতাকে দেবতুল্য, পিতাকে দেবতুল্য, আচার্য্যকে দেবতুল্য জান।

যে সকল অনিন্দিত কর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠান করিবেক; নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না।

আমরা যে সকল সদাচার করিয়া থাকি, তুমি তৎ সমুদায়ের অনুষ্ঠান কর ; তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না।

যে ব্রহ্মবিৎ এই সমস্ত উপায় দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তির যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা ব্রহ্মরূপ নিকেতনে প্রবিষ্ট হয়।

হে দিব্য-ধাম-বাসি অমৃতের পুত্র সকল, তোমরা শ্রবণ কর।

আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময়

মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।

আপনাতেই নিত্য স্থিতি করিতেছেন যে পরমাত্মা, তিনিই জানিবার যোগ্য; তাঁহার পর জানিবার যোগ্য আর কোন পদার্থ নাই।

কৃতবুদ্ধি, আসক্তিহীন, প্রশান্তচিত্ত ঋষি সকল ইঁহাকে সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত হয়েন; সেই সকল সমাহিতচিত্ত ধীর ব্যক্তি সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইয়া সকলেতে প্রবিষ্ট হয়েন।

হে প্রিয় শিষ্য! জীব, সমুদয় ইন্দ্রিয়, সমস্ত প্রাণ, ও ভূত সকল যাহাতে স্থিতি করে, সেই অবিনাশী পরমাত্মাকে যে ব্যক্তি জানিতে পারেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হয়েন এবং সকলেতে প্রবেশ করেন।

যে এই আকাশে জ্ঞানময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সমুদয় অনুভব করিতেছেন, সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে

অতিক্রম করে, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।

এই আদেশ, এই উপদেশ, এই শাস্ত্র, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

আচার্য্য শিষ্যকে ধর্ম্মোপদেশ করিতেছেন।

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন।

গৃহী ব্যক্তি পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ জানিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহারদের সেবা করিবেন।

কুলপাবন সৎপুত্র পিতা মাতাকে মৃদুবাক্য কহিবেক, সর্ব্বদা তাঁহারদের প্রিয় কার্য্য করিবেক এবং আজ্ঞাবহ থাকিবেক।

সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু হয়েন। মাতা পৃথিবী অপেক্ষাও গুরু, আর পিতা আকাশ অপেক্ষাও উচ্চতর।

সন্তান হইলে পিতা মাতা যেরূপ ক্লেশ সহ্য করেন, শতবৎসরেও তাহার পরিশোধ করিতে কেহ শক্ত হয় না।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃ তুল্য, ভার্য্যা ও পুত্র স্বীয় শরীরের ন্যায়, দাসবর্গ আপনার ছায়া স্বরূপ, আর দুহিতা অতি কৃপাপাত্রী; এই হেতু এ সকলের দ্বারা উত্ত্যক্ত হইলেও সন্তপ্ত না হইয়া সর্ব্বদা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবেক।

পরের অত্যুক্তি সকল সহ্য করিবেক, কাহাকেও অপমান করিবেক না; এই মানব দেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবেক না।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুরুষ যাবৎ স্ত্রী গ্রহণ না করেন, তাবৎ তিনি অৰ্দ্ধেক থাকেন। যে গৃহ বালক দ্বারা পরিবৃত না হয়, সে গৃহ শ্মশান সমান।

সন্তান উৎপত্তির নিমিত্তে স্ত্রী সকল বহু কল্যাণপাত্রী এবং আদরণীয়া; ইঁহারা গৃহ উজ্জ্বল করেন। স্ত্রীরা গৃহের শ্রী স্বরূপা, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই।

পুরুষ সর্ব্বাবয়ব সম্পূর্ণা এবং সুশীলা স্ত্রীর সহিত বিবাহ করিবেক। যে কন্যা মূল্য দ্বারা ক্রীত হয়, সে বিধি সম্মত পত্নী নহে।

স্ত্রী পুরুষে মরণান্ত পর্য্যন্ত পরস্পর কাহারও প্রতি কেহ ব্যভিচার করিবেক না; সংক্ষেপেতে তাঁহারদের এই পরম ধর্ম্ম জানিবে।

স্বামী ও ভার্য্যা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া যাহাতে কেহ কাহার প্রতি ব্যভিচার না করেন, এমত যত্ন তাঁহারা সর্ব্বদা করিবেন।

যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যার প্রতি, এবং ভার্য্যা স্বামীর প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট, সে পরিবারে নিশ্চিত কল্যাণ।

সেই ভার্য্যা যে পতিপ্রাণা, সেই ভার্য্যা যে সন্তানবতী, এবং সেই ভার্য্যা যাহার মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম শুদ্ধ, আর যিনি পতির আজ্ঞানুসারিণী।

ছায়ার ন্যায় তিনি স্বামীর অনুগতা ও সখীর ন্যায় তাঁহার হিতকর্ম্ম সাধিকা হইবেন এবং স্বচ্ছা থাকিবেন, এবং সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট থাকিয়া গৃহ কার্য্যেতে সুদক্ষ হইবেন।

কাহারও সহিত তিনি বিবাদ করিবেন না, অনর্থক বহু ভাষণ করিবেন না, অপরিমিত ব্যয় করিবেন না এবং ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে বিরোধিনী হইবেন না।

যে ভার্য্যা পতির প্রিয় ও হিত কার্য্যে

নিযুক্ত থাকেন এবং সদাচারা ও সংযতে ন্দ্রিয়া হয়েন, তিনি ইহ লোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনুপম সুখ প্রাপ্ত হয়েন।

স্ত্রীরা স্বামির বাক্য প্রতিপালন করিবেন, ইহা তাঁহারদের পরম ধর্ম্ম। স্বামী সদাচারশীলা পত্নীকে পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্ম হইতে পতিত হয়েন।

স্ত্রীদিগকে অত্যল্প দুঃসঙ্গ হইতেও বিশিষ্ট রূপে রক্ষা করিবেক, যেহেতু স্ত্রী সুরক্ষিতা না হইলে পিতৃ কুল ও ভর্ত্তৃ কুল উভয় কুলেরই শোকের কারণ হয়েন।

বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহ মধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীরা অরক্ষিতা; যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা কনিষ্ঠ ভ্রাতার গুরু পত্নী স্বরূপ, আর কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রবধূ স্বরূপ; ইহা মুনিরা কহিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

গৃহস্থ স্বীয় স্ত্রীকে প্রতিপালন করিবেক, পুত্রদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবেক, এবং স্বজন ও বন্ধুবর্গকে রক্ষা করিবেক; এই সনাতন ধর্ম্ম।

কন্যাকেও এইরূপ পালন করিবেক ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক এবং ধন রত্নের সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবেক।

যে স্ত্রী যাদৃক্ গুণবিশিষ্ট ভর্ত্তার সহিত বিধি পূর্ব্বক সংযুক্ত হয়, সে স্ত্রী তাদৃক্ গুণই প্রাপ্ত হয়; যেমন নদীর জল স্বাদু হইয়াও সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত হইলে লবণাক্ত হয়।

কন্যা যত দিন পতি মর্য্যাদা ও পতিসেবা না জানে এবং ধর্ম্ম শাসন অজ্ঞাত থাকে, তত দিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না।

জ্ঞানবান পিতা কন্যা দান নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্রও পণ গ্রহণ করিবেন না, কারণ লোভাসক্ত হইয়া পণ গ্রহণ করিলে সন্তান বিক্রয় করা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

সে কখন বৃদ্ধ হয় না, যাহার কেবল শুক্ল কেশ; কিন্তু যুবা হইয়াও যিনি বিদ্বান্, তাঁহাকে দেবতারা বৃদ্ধ বলিয়া জানেন।

মৌন থাকা প্রযুক্ত কেহ মুনি হয় না, অরণ্য বাস প্রযুক্তও কেহ মুনি হয় না; কিন্তু যিনি আপনার লক্ষণ জানেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ মুনি।

পূর্ব্ব ধন সম্পত্তি নাই বলিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিবেক না। আমরণ ধন সম্পত্তির চেষ্টা করিবেক; তাহা দুর্ল্লভ মনে করিবেক না।

যাহা কিছু পরাধীন তাহা দুঃখের কারণ, আত্মবশ সকলই সুখের কারণ; সংক্ষেপেতে সুখ দুঃখের এই লক্ষণ জানিবে।

আপনার এবং লোভাতিশয্য প্রযুক্ত পরের অর্থ নাশ করিবেক না; যে হেতু

আপনার ও পরের ধন নাশ করিলে আপনাকে ও পরকে পীড়া দেওয়া হয়।

যৌবন কালেই ধর্ম্মশীল হইবেক, জীবন কখনই নিত্য নহে; কে জানে অদ্য কাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে।

যিনি বুদ্ধিমান্‌, সচ্চরিত্র, সুশীল, প্রসন্নমনা, ও ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি ইহলোকে সমাদর লাভ পূর্ব্বক পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হয়েন।

যাঁহার বাক্য ও মন সর্ব্বদা সম্যক্‌রূপে অপ্রমত্ত থাকে এবং যাঁহার তপস্যা, দান ও সত্য কথনের অনুষ্ঠান থাকে, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন।

যে প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি ধর্ম্মকে নিত্য আশ্রয় করিয়া কার্য্যোপায়ে সদা তৎপর থাকেন, তিনি অধর্ম্মের আলোচনা করেন না এবং পাপেতেও প্রবৃত্ত হয়েন না।

যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় পরায়ণ হয়, সে শ্রী, প্রাণ, ধন, দারা, প্রভৃতি হইতে অবিলম্বে পরিচ্যুত হয়।

আত্মা দ্বারা যে আত্মা বশীভূত হইয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু। আত্মাই নিয়ত বন্ধু এবং আত্মাই নিয়ত রিপু।

উত্তম মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়া এবং ইন্দ্রিয় সৌষ্ঠব লাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্ম হিত না জানে, সে আত্মঘাতী হয়।

প্রথম বয়সে সেই কর্ম্ম করিবেক যদ্দ্বারা বৃদ্ধ কালে সুখে থাকিতে পারে, আর যাবজ্জীবন সেই কর্ম্ম করিবেক যদ্দ্বারা পরলোকে সুখী হইতে পারে।

মরণকেও ইচ্ছা করিবেক না এবং জীবনকেও ইচ্ছা করিবেক না; কালকেই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেক; যেমন কর্ম্মচারী ভৃতি লাভের কালকে প্রতীক্ষা করে।

———

পঞ্চম অধ্যায়

সুখার্থী ব্যক্তি সন্তোষ অবলম্বন করিয়া সংযত থাকিবেক; যেহেতু সন্তোষই সুখের মূল, এবং তদ্বিপরীত অসন্তোষই দুঃখের মূল।

মূর্খেরাই অসন্তোষ পরায়ণ হয়, আর পণ্ডিতেরা সন্তোষ অবলম্বন করেন। বিষয় তৃষ্ণার অন্ত নাই, সন্তোষই পরম সুখ।

মনুষ্য পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করেন। সুখ উপস্থিত হইলে তাহা সম্ভোগ করিবেক এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহা বহন করিবেক।

চিরকাল দুঃখ থাকে না এবং চিরকালও সুখ লাভ হয় না। শরীর সুখ ও দুঃখ উভয়েরই আশ্রয়।

সুখই হউক কিম্বা দুঃখই হউক, প্রিয়ই হউক বা অপ্রিয়ই হউক, যাহা ঘটিবে, অপরাজিত চিত্তে তাহার সেবা করিবেক।

প্রিয় লাভ হইলে অতিমাত্র হৃষ্ট হইবেক না, এবং অপ্রিয় ঘটনা হইলে ম্রিয়মাণও হইবেক না। ধনকষ্ট হইলে মুহ্য হইবেক না, এবং ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবেক না।

সন্তাপেতে রূপ যায়, সন্তাপেতে বল যায়, সন্তাপেতে জ্ঞান যায়, এবং সন্তাপেতে ব্যাধিকে প্রাপ্ত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আপনার যশ ও পৌরুষ, আর গোপন রাখিবার নিমিত্তে যে কথা কথিত হয়, এবং পরের উপকারের নিমিত্তে আপনার দ্বারা যে কার্য্য কৃত হয়, তাহা ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি প্রকাশ করিবেন না।

ধীর ব্যক্তি সত্য, মৃদু, প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলিবেন, এবং আত্ম প্রশংসা ও পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবেন।

সত্যই যাঁহার ব্রত, এবং সর্ব্বদা দীনেতে যাঁহার দয়া এবং কাম ক্রোধ যাঁহার অধীন, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

যিনি পরস্ত্রীতে বিরক্ত, যিনি পরদ্রব্যে নিস্পৃহ, যিনি দম্ভ মাৎসর্য্য বিহীন, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

যুদ্ধে যিনি ভীত হয়েন না, সংগ্রামে

যিনি পরাঙ্মুখ হয়েন না, ধর্ম্ম যুদ্ধে যিনি মৃতই বা হয়েন, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

সত্য কহিবেক ও প্রিয় কহিবেক; কিন্তু অপ্রিয় সত্য কহিবেক না,এবং প্রিয় মিথ্যাও কহিবেক না। ইহা সনাতন ধর্ম্ম।

জল দ্বারা গাত্র শুদ্ধি হয়, সত্য দ্বারা মনঃ শুদ্ধি হয়, বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা আত্ম শুদ্ধি হয়,এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধি হয়।

যে ব্যক্তি এক প্রকার হইয়া আপনাকে অন্য প্রকারে জানায়, সেই আত্মাপহারী চৌর কর্ত্তৃক কি পাপ না কৃত হয়।

সত্যের সমান আর ধর্ম্ম নাই, এবং সত্য হইতে প্রকৃষ্ট বস্তুও আর কিছু নাই; ইহলোকে মিথ্যার পর তীব্র পদার্থও আর নাই।

কেহ দানের দ্বারা প্রিয় হয়, কেহ প্রিয় বাক্যের দ্বারা প্রিয় হয়; কিন্তু অপ্রিয় হিত বচনের বক্তা এবং শ্রোতাও দুর্লভ।

—

সপ্তম অধ্যায়

সাক্ষাৎ দর্শন ও শ্রবণে সাক্ষিত্ব হয়। সাক্ষী হইয়া সত্য বলিলে ধর্ম্মার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয় না।

যথা দৃষ্ট যথা শ্রুত সমুদায়ই যথার্থ বলিবে। সত্য কথন দ্বারা সাক্ষী শুচি হয় এবং ধর্ম্ম রক্ষিত হয়।

যে সাক্ষির সচেতন আত্মা মিথ্যা কহিয়াছি, এমত সন্দেহও করেন না; দেবতারা এই লোকে তাঁহা হইতে আর কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন না।

হে ভদ্র! আমি একাকী আছি, এই যে তুমি মনে করিতেছ, ইহা মনে করিবে না; এই পুণ্যপাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিত্য স্থিতি করিতেছেন।

——

অষ্টম অধ্যায়

যাহা আপনার কল্যাণ জানিবে, তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করিবেক। পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচার করিবেক না, কিন্তু সর্ব্বদা সাধুই থাকিবেক।

সুখ দুঃখেতে যিনি অবিচলিত থাকেন, এবং সাধু সেবা করেন; সত্য ও সাধু কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার বুদ্ধি ধর্ম্ম পথে দীপ্তি পায়।

মূঢ় ব্যক্তিদিগের সহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয়, এবং প্রতি দিন সাধু সংসর্গে নিশ্চিত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

যে ব্যক্তি মোহ হেতু হিতবাক্য গ্রহণ না করে, সে দীর্ঘসূত্রী হইয়া পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং পশ্চাৎ সন্তাপে পতিত হয়।

যে ব্যক্তি সাধুদিগের অভিপ্রায় অতিক্রম করিয়া অসাধুদিগের মত অবলম্বন

করে, তাহার মিত্রেরা তাহাকে অচিরাৎ বিপদ্গ্রস্ত দেখিয়া শোক করেন।

যিনি অবিবাদী, কর্ম্মক্ষম, কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ ও সরল হয়েন; তিনি ভূমণ্ডলে কীর্ত্তিলাভ করেন, এবং কোন অনর্থ সাধন কর্ম্মে যুক্ত হয়েন না।

কৃতঘ্নের যশই বা কোথায়, স্থানই বা কোথায়,সুখই বা কোথায়। কৃতঘ্ন ব্যক্তি শ্রদ্ধার পাত্র নহে, কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই।

নবম অধ্যায়

যিনি ভক্ষ্য পেয় দ্রব্য বিভাগ করিয়া অন্যের সহিত পান ভোজন করেন, এবং দানশীল, ভোগবান্, সুখবান্ ও অহিংসক হয়েন, তিনি পরম আরোগ্য সম্ভোগ করেন।

দাতা আপনার শ্রদ্ধা অনুসারে এবং পাত্রের যোগ্যতা অনুসারে দান ক্রিয়ার অল্প বা বহু ফল লোকান্তরে প্রাপ্ত হয়।

হে তাত! ভূমণ্ডলে দান অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম আর কিছুই নাই; যেহেতু অর্থেতে লোকের মহতী তৃষ্ণা, এবং সেই অর্থ অতি দুঃখেতে লাভ হয়।

অন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা যে দান ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সেই দাতাকে পাপ জনিত মহদ্ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না।

ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা জ্ঞান রক্ষা করিবেক। অন্যায় আচরণ করিয়া যে জীবিকা লাভ করে, সে সর্ব্ব ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হয়।

যথা শক্তি সতত অন্ন দান করিবেক, তিতিক্ষা করিবেক, ও নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেক, এবং সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রাণিতে যথোচিত সমাদর করিবেক।

রোগীকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয়, এবং ক্ষুধিতকে ভোজ্য বস্তু প্রদান করিবেক।

অন্নদাতা সর্ব্ব বস্তুতে সুতৃপ্ত হইয়া সুখ লাভ করেন। ভূমি দানের পর আর নাই; বিদ্যা দান তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।

দীন অন্ধ প্রভৃতি কৃপা পাত্রদিগকে ঔষধ, পথ্য, আহার, রক্ষণীয় স্নেহ দ্রব্য, ও স্থান, এই সকল দান এবং অন্য অন্য দানও দিবেক।

যে দানক্ষম ব্যক্তি দুঃখজীবী স্ত্রী পুত্র স্বজনকে অবহেলা করিয়া পরজনকে দান

করে, তাহার সে দান ক্রিয়া ধর্ম্মের প্রতিরূপ মাত্র, বাস্তব সে ধর্ম্ম নহে; তাহা আপাতত মধু সমান সুস্বাদু হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তাহার গরল সমান আস্বাদ হয়।

দশম অধ্যায়

জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ এবং ঔষধ দ্বারা শারীরিক দুঃখ হনন করিবেক। কৃত-বুদ্ধি ব্যক্তিরা পরম গতিকে প্রতীতি করিয়া আর শোক করেন না।

অভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় হইবেক, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শোচনা-শূন্য হইবেক, কামনা পরিত্যাগ করিয়া অর্থবান্ হইবেক, এবং লোভ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইবেক।

ক্রোধ অতি দুর্জ্জয় শত্রু, লোভ অনন্ত ব্যাধি। যিনি সর্ব্বজীবের হিতৈষী তিনি সাধু, আর যে নির্দ্দয় সেই অসাধু বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

যিনি ইন্দ্রিয় ও মনঃ সংযম করিয়াছেন, তিনি আর বাঁরম্বার ক্লেশ প্রাপ্ত হয়েন না।

শান্তচিত্ত ব্যক্তি পর-শ্রী দেখিয়া কখন কাতর হয়েন না।

অন্যের ধনে, রূপে, বীর্য্যে, কুলে, সন্তানে, সুখে, সৌভাগ্যে, সৎক্রিয়াতে যে ব্যক্তি ঈর্ষা করে, তাহার ব্যাধির আর অন্ত নাই।

মিত্রদ্রোহী, দুষ্টস্বভাব, নাস্তিক, ক্রূর, শঠ, এবং গুণবানের যে দ্বেষী, তাহাকে পণ্ডিতেরা নরাধম করিয়া বলিয়াছেন।

যে ব্যক্তি কার্য্যকে অকার্য্য এবং অকার্য্যকে কার্য্য রূপে জ্ঞান করে, সে ইন্দ্রিয় সংযমশূন্য বালক স্বরূপ। সে অত্যন্ত দুঃখকে সুখ বোধ করে।

একাদশ অধ্যায়

ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনঃসংযম, অচৌর্য্য, দেহ ও অন্তর শুদ্ধি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, শাস্ত্র জ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা,সত্যকথন ও অক্রোধ ; ধর্ম্মের এই দশ প্রকার লক্ষণ।

হ্রীবিশিষ্ট ব্যক্তি পাপের দ্বেষ করেন, তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হয় ; হ্রী নষ্ট হইলে ধর্ম্মে বাধা জন্মে, এবং ধর্ম্ম হানি হইলে শ্রীভ্রংশ হয়।

যিনি অসূয়া-শূন্য ও কৃতজ্ঞ হয়েন এবং শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সুখ,ধর্ম্ম, অর্থ ও স্বর্গ লাভ করেন।

সকল লোকই দণ্ড দ্বারা শাসিত হয় ; শুদ্ধ-চরিত্র মনুষ্য অতি দুর্লভ। দণ্ড ভয়েই সকল ভুবন প্রতিপালিত হইতেছে।

অন্যায় দণ্ড করিলে ইহলোকে যশ ও কীর্ত্তি নাশ হয়, এবং পরলোকে স্বর্গ হানি হয় ; অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবেক।

ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়, ক্ষমা পরম ধন; ক্ষমা অশক্তদিগের গুণ, শক্তদিগের ভূষণ।

শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যেমন আপনাকে তদ্রূপ পরকে দেখিবেন; কারণ আত্ম পর সকলেতেই সুখ দুঃখ সমান।

যিনি পরস্ত্রীদিগকে মাতৃবৎ, পরদ্রব্য সমূহকে লোষ্ট্রবৎ ও সর্ব্ব প্রাণিকে আত্মবৎ দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

অন্যের পরিবাদ দিয়া সাধু ব্যক্তি যেমন সন্তপ্ত হয়েন, দুর্জ্জন ব্যক্তি তদ্রূপ অন্যের পরিবাদ দিয়া তুষ্ট হয়।

যিনি বিপৎকালে ব্যথিত হয়েন না, যিনি কর্ম্ম-দক্ষ, সদা উদ্যোগী, প্রমাদ রহিত ও বিনীত-স্বভাব, তিনি সর্ব্বদা কুশল দর্শন করেন।

অবিনয় দোষে অশ্বরথাদি বহু পরিচ্ছদ বিশিষ্ট অনেক রাজাও নষ্ট হইয়াছেন। অনেকে বনবাসি হইয়াও বিনয় গুণে রাজ্য লাভ করিয়াছেন।

যে কর্ম্ম করিলে আত্মতুষ্টি লাভ হয়, তাহা অতি যত্ন পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবেক, তদ্বিপরীত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক।

মনুষ্য স্বসাধ্যমত কোন ধর্ম্ম-কার্য্য সাধনে যত্ন করিয়াও যদি কৃতকার্য্য না হয়েন; তথাপি তিনি তজ্জন্য পুণ্য লাভ করেন; ইহাতে আমার সংশয় নাই।

——

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সারথি যেমন অশ্ব সকলের সংযম করেন, তদ্রূপ অপহরণশীল বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় সকলের সংযমে জ্ঞানি ব্যক্তি যত্ন করিবেন।

মন যদি স্বেচ্ছাচারি ইন্দ্রিয় সকলের অনুগামি হয়, তবে বায়ু যেমন নৌকাকে জলেতে মগ্ন করে, ঐ মনও তদ্রূপ পুরুষের বুদ্ধিকে নষ্ট করে।

কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার কখন নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত ঘৃত-প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধিই হইতে থাকে।

সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি এক ইন্দ্রিয়ের স্খলন হয়, তবে তাহাতেই লোকের বুদ্ধি ভ্রংশ হয়। যেমন চর্ম্মময় পাত্রের এক মাত্র ছিদ্র দ্বারা সমুদয় জল নিঃসৃত হইয়া যায়।

যেমন জ্ঞান অবলম্বন দ্বারা বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয় সকলকে নিত্য বশে রাখা যায়, নিতান্ত ভোগ পরিত্যাগ দ্বারা সেরূপ পারা যায় না।

এসংসারে কাম ক্রোধের বশীভূত ব্যক্তি অবিদ্বান্ হউক বা বিদ্বানই হউক, কামিনী গণ তাহাকে বিপথ-গামি করিতে সমর্থ হয়।

যাহাতে শরীর ক্ষীণ না হয়, এমত উপায় দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত করিয়া সর্ব্বার্থ সাধন করিবেক।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

যখন মনুষ্য কোন প্রাণির প্রতি কর্ম্ম, কি মন, কি বাক্য দ্বারা কদাপি পাপাচরণ না করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম লাভ করেন।

মনুষ্য পুণ্য কর্ম্ম করিলে পবিত্র কীর্ত্তি লাভ করেন এবং পুণ্য লোকে গমন করেন; পুণ্য জীবের প্রাণ ধারণ করেন, পুণ্য প্রাণ-দাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

যে ব্যক্তি অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পাপ চিন্তা করে, পাপ আলাপ করে, পাপ অনু-ষ্ঠান করে, তাহার সদ্গুণ সকল নষ্ট হয়।

যাঁহারা মন, ও বাক্য, ও কর্ম্ম ও বুদ্ধি দ্বারা পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মা-রাই তপস্যা করেন; যাঁহারা শরীর শোষণ করেন, তাঁহারা তপস্যা করেন না।

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মেতে রমণ করেন, এবং ধর্ম্মপথে জীবিকা লাভ করেন। এই প্রকা-

রেই মনুষ্য ধর্ম্মাত্মা হয়, এবং ইঁহার চিত্ত প্রসাদ লাভ করে।

যাঁহার আত্মা পাপ হইতে বিরত হইয়াছে, এবং শুভকার্য্যে রত হইয়াছে, তিনি জানেন, যে কি স্বভাব সিদ্ধ আর কি স্বভাব বিরুদ্ধ।

যে মনুষ্য জ্ঞান নেত্র লাভ করিয়াছেন, তিনি আর ইহলোকে দোষেতে আবদ্ধ হয়েন না। তিনি স্বেচ্ছানুসারে রাগ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না।

পাপাত্মা ব্যক্তি পাপ হইতে নিবারিত হইলেও পাপ ইচ্ছা করে। ধর্ম্মশীল ব্যক্তিকে পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি দিলেও তিনি কল্যাণ ইচ্ছা করেন।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে অতিক্রম করে, ধর্ম্ম তাহাকে নষ্ট করেন, আর যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন। অতএব ধর্ম্মকে নাশ করিবেক না। ধর্ম্ম হত হইয়া আমারদিগকে নষ্ট না করুন।

ধর্ম্ম কেবল একই মিত্র, যিনি মরণ কালেও অনুগামী হয়েন; আর সমুদায়ই শরীরের সহিত বিনাশ পায়।

ধর্ম্ম নাই মনে করিয়া যাহারা সাধু ব্যক্তিদিগকে উপহাস করে, এবং ধর্ম্মেতে অশ্রদ্ধা করে, তাহারা নিঃসন্দেহ বিনাশ পায়।

অপমানিত ব্যক্তি সুখে নিদ্রা যায়, সুখেতে জাগ্রৎ হয় এবং সুখেতে লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করে, কিন্তু যে অপমান করে সে বিনাশ পায়।

মনুষ্য পাপাচরণ করিলে অপকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং অশুভ ফল ভোগ করে, পুণ্যানুষ্ঠান করিলে সৎকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং অত্যন্ত শুভ ফল ভোগ করে।

অতএব দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া পাপ করিবেক না। পুনঃ পুনঃ পাপ করিলে বুদ্ধি নাশ হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

যিনি প্রশস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং নিন্দিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, এবং শ্রদ্ধাবান্ ও অনাস্তিক হয়েন, তাঁহার এই পাণ্ডিত্যের লক্ষণ।

ধর্ম্মই এক মঙ্গল সাধন, ক্ষমাই এক উত্তম শান্তি, বিদ্যাই এক পরম তৃপ্তি, এবং অহিংসাই এক সুখের কারণ।

মানসিক, বাচনিক, এবং শারীরিক এই তিন প্রকার কর্ম্মেই শুভ এবং অশুভ ফল জন্মে। মনুষ্যদিগের উত্তম, মধ্যম, অধম, তিন প্রকার কর্ম্ম জনিত গতি হয়।

পরদ্রব্য লাভের আলোচনা, লোকের অনিষ্ট চিন্তন, এবং ঈশ্বরেতে পরকালেতে অবিশ্বাস, এই তিন প্রকার মানসিক কুকর্ম্ম।

নিষ্ঠুর বাক্য, মিথ্যা কথা, পরোক্ষে

পরনিন্দা এবং অসম্বন্ধ প্রলাপ বাক্য ; এই চারি প্রকার বাচনিক কুকর্ম্ম।

অদত্ত ধন গ্রহণ, অবিহিত হিংসা, পরদার সেবা ; এই তিন প্রকার শারীরিক কুকর্ম্ম।

সকল প্রাণির হিতার্থে আপনার মন ও বাক্য ও শরীর এই তিনকে দমন করিয়া এবং কাম ক্রোধকে সংযম করিয়া মনুষ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন।

পাপ করিয়া তন্নিমিত্ত সন্তাপ করিলে সেই পাপ হইতে সে মুক্ত হয়। এমন কর্ম্ম আর করিব না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়।

ষোড়শ অধ্যায়

যে মনুষ্য অধার্ম্মিক ও মিথ্যা কথন যাহার ধন লাভের উপায় এবং যে ব্যক্তি সর্ব্বদা পরহিংসায় রত,সে ব্যক্তি ইহলোকে সুখ প্রাপ্ত হয় না।

ধর্ম্মপথে থাকিয়া নিতান্ত অবসন্ন হইলেও অধার্ম্মিক পাপিদিগের আশু বিপর্য্যয় দৃষ্টে অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবেক না।

অধর্ম্ম দ্বারা আপাততঃ বর্দ্ধিত হয় ও কুশল লাভ করে,এবং শত্রু জয় করে; পরে সমূলে বিনাশ পায়।

কোন প্রাণিকে পীড়া না দিয়া পরলোকে সাহায্য লাভার্থে পুত্তিকেরা যেরূপ বল্মীক প্রস্তুত করে, তদ্রূপ অল্পে অল্পে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবেক।

পরলোকে সহায়ের নিমিত্তে পিতা মাতা,স্ত্রী পুত্র, জ্ঞাতি বন্ধু কেহই থাকেন না; কেবল ধর্ম্মই থাকেন।

একাকী মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়; একাকীই স্বীয় পুণ্য ফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃতি ফল ভোগ করে।

বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃত শরীরকে কাষ্ঠ লোষ্টবৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করেন; ধর্ম্ম তাহার অনুগামী হয়েন। ৮

অতএব আপনার সহায়ার্থে অল্পে অল্পে ধর্ম্ম নিত্য সঞ্চয় করিবেক। জীব ধর্ম্মের সহায় দ্বারা দুস্তর সংসার অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয়।

এই আদেশ, এই উপদেশ, এই শাস্ত্র, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

ধর্ম্মবীজ

১ এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন; অন্য পদার্থ মাত্র ছিল না। তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন।

২ তিনি জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, নিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয়, বিচিত্র শক্তিমান হয়েন।

৩ এক মাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

৪ তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনা করাই তাঁহার উপাসনা হইয়াছে।

ব্রাহ্মপ্রতিজ্ঞা

ওঁ অদ্য অমুকশকে অমুক মাসে অমুক দিবসে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছি।

১ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, মুক্তির কারণ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, পূর্ণানন্দ, মঙ্গল স্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতিদ্বারা, এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনা দ্বারা, তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব।

২ সর্ব্বস্রষ্টা পরব্রহ্ম রূপে সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না।

৩ রোগ বা বিপদের দিবস ভিন্ন, প্রতি দিবস যে কালে চিত্তের স্থিরতা হইবেক, সেই কালে শ্রদ্ধা এবং প্রীতি পূর্ব্বক পরব্রহ্মেতে মনকে সমাধান করিব।

৪ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল থাকিব।

ব্রাহ্মপ্রতিজ্ঞা

৫ কুকর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইব ।

৬ যদি মোহ দ্বারা কোন কুকর্ম্ম দৈবাৎ করি, তবে একান্তে তাহা হইতে মুক্তি ইচ্ছা করিয়া সাবধান হইব ।

৭ প্রতি বৎসরে এবং আমার সাংসারিক তাবৎ শুভকর্ম্মে ব্রাহ্মসমাজে দান করিব ।

হে পরমেশ্বর ! সম্যক্‌রূপে এই পরম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা আমার প্রতি অর্পণ কর ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

সংক্ষেপব্রহ্মোপাসন।

ওঁ যে প্রকাশবান্ পুরুষ অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্ব সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন ; যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে স্থিতি করিতেছেন ; সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা, যিনি তাবৎ সুখদুঃখের নিয়ন্তা, যিনি আমার দেহের ও আয়ুর এবং সমুদায় সৌভাগ্যের কারণ, এবং স্থাবর জঙ্গম সমুদয়ের অন্তরাত্মা হয়েন ; তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, পরব্রহ্ম ; সকল বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া একান্তে সেই মঙ্গল পূর্ণ আনন্দে সমাধান করি।

সর্ব্বব্যাপী, নিরবয়ব, সর্ব্বপাপশূন্য, বিশুদ্ধস্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্যামী, পরাৎপর, স্বপ্রকাশস্বরূপ, নিত্য পরমেশ্বর সর্ব্ব কালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন। তাঁহা হইতে প্রাণ, মন,

সমুদয় ইন্দ্রিয়, এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, পৃথিবী তাবৎ চরাচর সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার প্রশাসন দ্বারা উপযুক্তমত অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

হে পরমাত্মন! মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়ম পালনে আমারদিগকে যত্নশীল কর, এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গল ও নির্ম্মলানন্দস্বরূপ চিন্তনে উৎসাহ যুক্ত কর, যাহাতে ক্রমে নিত্য পূর্ণ সুখ লাভ করিতে সমর্থ হই।

যিনি এক এবং বর্ণহীন এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহুপ্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্যবস্তু বিধান করিতেছেন সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্ত মধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর তিনি আমারদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইতি সংক্ষেপ ব্রহ্মোপাসনা।

ধ্যান

ওঁ সর্ব্বলোক প্রকাশক সর্ব্বব্যাপী সেই মঙ্গল-সঙ্কল্প জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমারদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

প্রাতঃস্মরণীয়

হে পরমাত্মন্ তোমার আজ্ঞানুসারে লোকের হিতের নিমিত্তে এবং তোমার প্রীতির নিমিত্তে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হই।

IMPERIAL LIBRARY.